

কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট বিচার ক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মহামান্য বিচারপতি মোহ. শব্বর রশিদ

২০২৩-এর দল্লিউ.পি.এল.আর. টি. ৫৮

জিতেন্দ্র ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড -

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ

শ্রী মৈনাক বোস, আইনজীবী

শ্রী জয় সুরানা, আইনজীবী

রাজ্যের পক্ষে

মোহ. টি. এম. সিদ্দিকী, বিজ্ঞ এ. জি. পি.

শ্রী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী

শ্রী সুপ্রতিম ধর, আইনজীবী

শ্রী অনিরুদ্ধ সেন, আইনজীবী

শুনানি

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ

১২ই অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি মো. শব্বর রশিদ

- এই রিট পিটিশনটি ২০২০ সালের ও.এ. নং ৫৭৩ (এলআরটিটি) -এ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও প্রজাস্বত্ব ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১৯ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের ভিত্তিতে তৈরি।

বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল শ্রীরামপুরের ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্ম অফিসারকে (বি. এল অ্যান্ড এল. আর. ও) নির্দেশ দেয় যে, রিট আবেদনকারীদের দায়ের করা আবেদনটি ২০১৯ সালের ১৭ই জুন ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হোক।

২. সংক্ষেপে বর্তমান মামলা মোকদ্দমার প্রাসঙ্গিক তথ্য হল যে হুগলির উত্তরপাড়া পুলিশ স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত মুজা-কোন্নগর, জে. এল. নং. ও. ০৭-এর সাথে সম্পর্কিত জমি, যা আগে মেসার্স দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের অন্তর্গত ছিল, যা কারখানা, শেড, ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার এবং অন্যান্য কাঠামো নিয়ে গঠিত।

৩. উপরোক্ত কোম্পানি মেসার্স দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (স্পেশাল প্রভিশন) অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর বিধানের অধীনে অবলুপ্তিতে চলে যায়। অবলুপ্তির প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত জমি সহ কোম্পানির সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী কোম্পানিটি ৭ জুন, ২০০৭ তারিখের একটি নিবন্ধিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে উপরোক্ত জমিগুলি কিনেছিল, যা মাননীয় হাইকোর্টের এই বিষয়ে নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অফিসিয়াল লিকুইডেটর কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল।

৪. ২০০৬ সালের ১লা মার্চ উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (এসডিএল এবং এলআরও), শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩-এর ৫৭ ধারার সঙ্গে ৬ (৩) ধারার অধীনে একটি নোটিশ জারি করেন, যাতে রিট আবেদনকারীকে মিউল/কারখানার একটি মানচিত্র, জমির সময়সূচী এবং অন্যান্য নথিগত প্রমাণ সহ কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত নোটিশটি আবেদনকারীর দ্বারা একটি রিট পিটিশনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যা ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়টি রত্নগিরি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হবে, যা তখন বিচারাধীন ছিল। তবে, এসডিএল এবং এলআরও, শ্রীরামপুরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য ১লা মার্চ, ২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

৫. আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে যে, ২০০৬ সালের ১ মার্চ তারিখের নোটিশ জারি করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ ন্যায়সঙ্গত ছিল না কারণ আবেদনকারী সংস্থাটি কার্যধারার সাথে জড়িত জমির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ছিল না এবং তাই পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩-এর বিধানগুলি এই ধরনের জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, কর্তৃপক্ষ ১৯৫৩ সালের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ অনুসারে উক্ত জমিগুলির সাথে লেনদেন করার বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না। আবেদনকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ না দিয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা অধিকারের রেকর্ডে এন্ট্রি করা হয়েছিল।

৬. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ১৯৫৩ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি এবং বিতর্কিত জমির বিষয়ে ধরে রাখার কোনও আদেশ দেওয়া হয়নি। উত্তরদাতারা বেশ নির্বিচারে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে অধিকারের নথিতে এন্ট্রিগুলি পরিবর্তন করেছিলেন। উপরোক্ত জমিগুলি আবেদনকারীর সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে পড়ে এবং তাই, কর্তৃপক্ষের ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬(৩) এর বিধান প্রয়োগ করার কোনও কারণ ছিল না।

৭. আবেদনকারী আরও একটি মামলা করেছেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয় জমি ধরে রাখার কোনও আদেশ ছিল না, এমন কিছুই কোনও সংশোধন করা যেতে পারে না যা বিদ্যমান নেই। এই ধরনের প্রস্তাবের সমর্থনে, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী নির্ভর করেছিলেন (২০০৯) সুপ্রিম কোর্টের ৪ টি মামলা ৪৫৩ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম রত্নগিরি এমজিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য)।

৮. এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ৯৪০ (শিবকুমার নন্দী বনাম প্রবন্ধক সংঘ ও অন্যান্য) এবং (২০১৮) এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৬৮৫২ (আদ্যমা কম্প্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য)-এর উপর নির্ভর করে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিতর্কিত জমিতে কাঠামো ও ভবন রয়েছে এবং তাই ১৯৫৩ সালের আইনের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে বিষয় জমির ক্ষেত্রে রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরির স্বার্থরক্ষীর নাম অ-কৃষি প্রজা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেই রেকর্ড অফ রাইটসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬ (৩) এর প্রযোজ্যতা পরবর্তীকালে ২০১৯ সালে আরওআর-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

৯. আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মেসার্স দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে অ-কৃষি ভাড়াটে হিসাবে মিল নিয়ে গঠিত জমিটি ধরে রেখেছিল, যা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আরওআর-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। একজন ভাড়াটিয়া হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষি ভাড়াটে আইন, ১৯৪৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত জমির উপর তাঁর অধিকার পরম এবং হস্তান্তরযোগ্য ছিল। অতএব, আবেদনকারীরা নিলামে ক্রয়ের পরে উক্ত জমির উপর একটি বৈধ অধিকার এবং মালিকানা অর্জন করেছিলেন। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী ২০১৭ সালের এসসিসি অনলাইন ক্যাল ৫০৪৩ (জুই ফাইনালিস (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

১০. আবেদনকারী অধিকার রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিবাদী নং ২-এর সামনে বেশ কয়েকটি আবেদন করেছিলেন, যার মধ্যে শেষটি ১৭ জুন, ২০১৯ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাতে কোনও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। উপরোক্ত কারণে আবেদনকারী ২০২০ সালের ও.এ. ৫৭৩-এ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও প্রজাস্বত্ব ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন, উপরোক্ত জমির একটি অংশ পুনরুদ্ধারের সময় অধিকার রেকর্ডে রেকর্ডিংগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে।

১১. তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনের পাশাপাশি ২০২০ সালের ও. এ. নং ৯৭৩-এর বিরোধিতা করেছিলেন উত্তরদাতারা যারা তাদের মামলাটি একটি হলফনামার মাধ্যমে দায়ের করেছিলেন।

১২. এটি উত্তরদাতাদের নির্দিষ্ট মামলা ছিল যে জে. এল. নং ৭-এর অধীনে মুজা-কোল্লগরে অবস্থিত বিষয় জমি সহ ২৮.৬৬ একর জমি, যার মধ্যে স্পিনিং এবং উইভিং মিল রয়েছে, ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে ন্যস্ত হওয়ার তারিখে শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের কাছে ছিল। উক্ত সংস্থাটি সেই তারিখে চালু ছিল।

১৩. হুগলি জেলায়, ১৯৫৩ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে মধ্যস্থতাকারী সম্পত্তি এবং স্বার্থ ন্যস্ত করার বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি এবং প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট, ১৯৫৪ তারিখে, এরপর ১০ এপ্রিল, ১৯৫৬ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, যার মাধ্যমে রায়ত এবং নিম্ন-রায়তদের দ্বারা অধিকৃত সম্পত্তি ন্যস্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪. মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের দখলে থাকা জমি এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল। তবে, উক্ত মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড প্রজ্ঞাপনের তারিখে কার্যকর হওয়ায়, ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (১) ছে) ধারার বিধান সাপেক্ষে মিল এবং আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যে গঠিত জমির দখল বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এটি বিশেষভাবে জমা দেওয়া হয়েছিল যে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এই ধরনের ধরে রাখার জন্য, উপরোক্ত জমিগুলি কখনই মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না, যা লিকুইডেশন প্রক্রিয়ায় বিক্রি করা যেতে পারে। এই কারণে এই ধরনের জমির বিষয়ে 'খাল্ডা খাতিয়ান' খোলা হয়েছিল।

১৫. এটি উত্তরদাতাদের পক্ষেও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে জমিগুলি এর সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ২০০৫-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত ভূমি সংস্কার আইনের ধারা ৪ (১)-এ বলা হয়েছে যে, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড কোনও রায়ত ছিল না এবং এর সাথে জড়িত জমির উপর কোনও হস্তান্তরযোগ্য অধিকার ছিল না। অবলুপ্ত প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত জমি বিক্রি, জমিগুলিকে মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের সম্পত্তি ধরে রাখা মোটেও ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১৬. উত্তরদাতাদের আরও একটি মামলা ছিল যে, উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (এসডিএল এবং এলআরও), শ্রীরামপুর, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের উপর ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার বিধানের অধীনে ২০০৬ সালের ১লা মার্চ একটি নজরদারি জরিপের নোটিশ জারি করেছিলেন কারণ কলটি চালু ছিল না। নোটিশটি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং ২০০৬ সালের সি.এ. ১৭২-তে প্রদত্ত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট শ্রীরামপুরের এসডিএল এবং এলআরও-কে নির্দেশ দেয় যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের নোটিশ অনুসরণে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া উচিত। চ্যালেঞ্জের অধীনে থাকা নোটিশটি এই বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৭. উত্তরদাতারা আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩-এর ধারা ৬ (৩) ২০০৯ সালে সংশোধন করা হয়েছিল যাতে এই ধারার অধীনে জমি পুনরায় চালু করার ক্ষমতা রাজ্যের কাছে যে কোনও সময় মিল, কারখানা বা কর্মশালা যখন এই উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়, তখন তা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়।

১৮. রাজ্যের পক্ষ থেকে যুক্তি হল যে আবেদনকারীরা মূল অনুচর অর্থাৎ মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হওয়ায়, আবেদনকারীরা হস্তান্তরের তারিখ থেকে সরাসরি রাজ্যের অধীনে ইজারা গ্রহীতা হিসাবে জমিটি ধরে রেখেছেন বলে মনে করা হয়। তবে, আবেদনকারীরা বিধান অনুসারে ইজারা নিয়মিত করার অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৬৫-এর নিয়ম ৬বি-র অনুসারে।

আবেদনকারীকে বিষয়টিকে অকৃষি ভাড়াটিয়া হিসাবে ধরে রাখা যাবে না।

১৯. আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের আদেশ মেনে, বিএল অ্যান্ড এলআরও ২০২৩ সালের ১৭ই জুলাই তার আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব নিষ্পত্তি করে। আবেদনকারী এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনালের কাছে আপিল করতে পারতেন। আবেদনকারীরা রিট আদালতে গেলে শেষ দুটি ফোরামে রাজ্যকে খরচ করতে হবে। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী (১৯৯৭) সুপ্রিম কোর্টের ৩টি মামলা ২৬১ (এল চন্দ্র কুমার বনাম ভারত ইউনিয়ন) এবং (২০০৫) সুপ্রিম কোর্টের ১০টি মামলা ১১০ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আশিস কৃষ্ণ রায়)-এর উপর নির্ভর করেছিলেন।

২০. যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রিট আবেদনকারী তার পূর্ববর্তী ধারক মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের কাছ থেকে বিষয় জমি কিনেছিলেন যা একটি তরলীকরণ প্রক্রিয়ায় নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল। এটি দাবিআবেদনকারীর মতে, উক্ত মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন

স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড জমিগুলি অকৃষি ভাড়াটে হিসাবে ধরে রেখেছিল। এই ধরনের অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং হস্তান্তরযোগ্য ছিল। যখন উক্ত সংস্থাটি অবলুপ্তিতে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট জমিগুলি মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের সম্পদ হিসাবে বিক্রি করা হয়। আবেদনকারী পূর্বোক্ত অবলুপ্তির কার্যক্রমে এই জমিগুলি কিনেছিলেন, রাজ্যের অধীনে ভাড়াটিয়ার মতো বৈধ অধিকার এবং মালিকানা অর্জন করেছিলেন।

২১. অন্যদিকে, রাজ্য একটি মামলা নিয়ে এসেছিল, যে বিতর্কিত জমিটি ন্যস্ত করার সময় উক্ত মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের দখলে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩-এর ঘোষণার সাথে সাথে এই জমিগুলি আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়। তবে, যেহেতু মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের মালিকানাধীন কারখানার অন্তর্ভুক্ত বিষয় জমি, তাই ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬ (১) (ছ) -এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি দখল করে থাকার অধিকারী ছিল। অবশ্যই, উক্ত আইনের ৬ (৩) ধারার বিধান সম্পর্কে।

২২. এটা অস্বীকার করা যায় না যে, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের জমিতে একটি কারখানা ছিল যা ন্যস্ত করার তারিখ পর্যন্ত চালু ছিল। আমাদের সামনে নথিতে দেখা যায় যে, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড সংশ্লিষ্ট জমির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ছিল না।

২৩. ১৯৫৩ সালের আইনটি কেবল মধ্যস্থতাকারীদের নির্মূল করার জন্যই নয়, একই সঙ্গে প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে রায়ত ও আন্ডার-রায়তদের স্বার্থও সম্পত্তির উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে কার্যকর করা হয়েছিল। সুবিধার সংক্ষিপ্ততার জন্য, আইনের ৪ ও ৯৫ ধারা উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে যা নিম্নরূপঃ

৪. (১) রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারে যে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ থেকে, সমস্ত সম্পত্তি এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যেকোনো জেলায় বা জেলার অংশে অবস্থিত প্রতিটি এস্টেটের প্রতিটি মধ্যস্থতার অধিকার রাজ্যের উপর ন্যস্ত হবে এবং সমস্ত দায়মুক্ত থাকবে।

(২) এই জাতীয় প্রতিটি প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখটি একটি কৃষি বছরের সূচনা হবে এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে যাতে ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দের বৈশাখের প্রথম দিনে বা তার আগে এই আইনটি যে সমস্ত অঞ্চলে প্রসারিত হয় সেই পুরো এলাকা রাজ্যে নিহিত থাকে তা নিশ্চিত করা যায়।

(৩) এই জাতীয় প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত দুটি সংবাদপত্রের (যার মধ্যে একটি অবশ্যই বাংলা ভাষায় হতে হবে) প্রত্যেকটির কমপক্ষে দুটি সংখ্যায় এবং প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট জেলা বা জেলার অংশের মধ্যে প্রতিটি পুলিশ স্টেশন এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে, ড্রাম বাজিয়ে এবং অন্য যে কোনও পদ্ধতিতে, যা নির্ধারিত হতে পারে, তাতে লাগানো হবে।

(৪) যখন রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট হয় যে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিজ্ঞপ্তিটি প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে, তখন এটি সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

(৫) সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা চূড়ান্ত প্রমাণ হবে যে সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয়তা প্রথম ক্ষেত্রে প্রকাশ

উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত মেনে চলা হয়েছে এবং প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত সকল ব্যক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশ যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

১ (৬) পূর্ববর্তী উপ-ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনও মধ্যস্থতাকারী ১৯৫৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির আগে যে কোনও সময়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, মেয়াদ, অধীনে থাকা মেয়াদ এবং মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অন্যান্য অধিকার রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং রাজ্য সরকার, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করার পরে, উপযুক্ত মনে করলে, আবেদন মঞ্জুর করার আদেশ দিতে পারে। আদেশ জারি হওয়ার পরে, মধ্যস্থতাকারীর সমস্ত এস্টেট, মেয়াদ, মেয়াদ এবং অধিকার, আদেশের তারিখে এবং সেই তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে, সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত (অধস্তন মধ্যস্থতাকারীদের অধিকার ব্যতীত, যে কোনও) এবং এই আইনের বিধানগুলি ধারা ৫ এর পূর্ববর্তী উপ-ধারা এবং ধারা (ক) (খ), প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ, প্রয়োগ করা হবে,

যেমন, মধ্যস্থতাকারীর সম্পত্তি, মেয়াদ, মেয়াদ এবং অধিকারের ক্ষেত্রে, ধারা ৪-এর অধীনে বা হস্তান্তরের তারিখের অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উল্লেখগুলি আবেদন মঞ্জুরকারী আদেশের বা সেই আদেশের তারিখের উল্লেখ ছিল এবং ধারা ৫-এর অধীনে নিহিতকরণের উল্লেখগুলি এই উপ-ধারার অধীনে নিহিতকরণের উল্লেখ ছিল। রাজ্য সরকারের এই উপ-ধারার বিধানগুলিকে কার্যকর করার জন্য অন্যান্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে যা তারা প্রয়োজনীয় মনে করে।

৫. (১) ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি যথাযথ প্রকাশের পরে, ন্যস্ত করার তারিখ থেকে----

(ক) যে সম্পত্তির প্রতি এই ঘোষণা প্রযোজ্য, সেই সম্পত্তির সম্পত্তির এবং মধ্যস্থতাকারীদের অধিকার সমস্ত বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হবে; বিশেষ করে এই ধারার বিধানগুলির সাধারণতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই, নিম্নলিখিত প্রতিটি অধিকার যা কোনও মধ্যস্থতাকারীর মালিকানাধীন হতে পারে, সেই রাজ্যে ন্যস্ত হবে,

যথাঃ-

(i) খনি ও খনিজগুলির অধিকার সহ উপ-মুক্তিকাতে
অধিকার,

(ii) টুপি, বাজার, ফেরি, ৩ * মৎস্যচাষ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য
'সাইরাতি'- উতসাহ;

(ক ক)

.(খ).....;

(খ) ৪ ধারা ৬-এর উপ-ধারা (৩)-এর বিধান সাপেক্ষে, যে
কোনও জমির অধিকারী প্রত্যেক অকৃষি ভাড়াটিয়া)
মধ্যস্থতাকারীর অধীনে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিধানগুলি কার্যকর
না হওয়া পর্যন্ত, মধ্যস্থতাকারীর অধীনে কোনও জমি ধারণকারী
প্রতিটি রায়ত সরাসরি রাজ্যের অধীনে থাকবে, যেমন রাজ্য
মধ্যস্থতাকারী ছিল, এবং হস্তান্তরের তারিখের ঠিক আগের একই
শর্তাবলীতে থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনও অকৃষি ভাড়াটিয়া সম্পূর্ণরূপে
রাজকীয় বা আংশিকভাবে এবং আংশিকভাবে নগদে ভাড়া
প্রদান করে, তবে পূর্ববর্তী ধারায় যা কিছু থাকা সত্ত্বেও, তিনি রাজ্য
সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক
নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ধারা ৪২ এর ধারা (ii) এ বর্ণিত নীতি
অনুসারে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রথম শর্তাবলীর অধীনে ভাড়া নির্ধারণকারী রাজস্ব আধিকারিকের আদেশে ক্ষুদ্র যে কোনও ব্যক্তি.....

২৪. আমাদের সামনে উপস্থাপিত উপকরণগুলি দেখায় যে, উপরোক্ত মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডকে নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতাকারীদের অধীনে বিষয় জমির ক্ষেত্রে রিভিশনাল সেটেলমেন্ট রেকর্ড অফ রাইটস (আরএসআরওআর)-এ অকৃষি ভাড়াটিয়া হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

২৫. ১৯৫৩ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে মধ্যস্থতাকারী সম্পত্তি এবং সুদ হস্তান্তরের বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালের ১৬ই আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তারপরে হুগলি জেলার জন্য রায়াত এবং আন্ডার-রায়াতদের মালিকানাধীন সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কিত ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৬ তারিখের উক্ত আইনের ৫২ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির সাথে, উক্ত নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বার্থ রাজ্যের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত।

যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সময়ে, ১৯৫৩ সালের আইনের ৫ (১) (খ) (খ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, [পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অ্যাকুইজিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৭ (ওয়েস্ট বেন অ্যাক্ট, ১৯৫৭)-এর ৩ (১) ধারার পরিবর্তে] সংশ্লিষ্ট জমিগুলি মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের দখলে ছিল, যা একটি কারখানা চালাচ্ছিল। পূর্বেক্ত জমিগুলি সরাসরি রাজ্যের অধীনে যেমন রাজ্য ছিলমধ্যস্থতাকারী, একই শর্তাবলীতেন্যস্ত করার তারিখের ঠিক আগে এবং তাও ছিলআইনের ধারা ৬ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে।

২৬. অতএব, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, উপরোক্ত মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অধীনে জমিটি অকৃষি ভাড়াটে হিসাবে ধরে রাখতে পারে এবং জমি ধরে রাখার অধিকার অবশ্যই ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার বিধান সাপেক্ষে ছিল।

২৭. পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অ্যাকুইজিশন রুলস, ১৯৫৪-এর ৪র্থ নিয়মে ধারা -এর অধীনে কোনও মধ্যস্থতাকারীর মালিকানাধীন জমির শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (১)। উক্ত নিয়মটি তাই উল্লেখ করেঃ

৪. ধারা ৬-এর উপ-ধারা (১)-এর বিধান অনুযায়ী কোনও মধ্যস্থতাকারীর দখলে থাকা কোনও জমি, আইনের বিধান সাপেক্ষে, নীচে উল্লিখিত শর্তাবলীর উপর ন্যস্ত হওয়ার তারিখ থেকে তার দখলে থাকবে:

উপরের শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে

(ক) চা বাগানে জমিঃ

.....

(খ) চা বাগানের জমি নয়:

১.

২. মধ্যস্থতাকারীর দখলে থাকা জমি যদি অকৃষি জমি হয়

তাহলে-

(i) তিনি পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি ভাড়াটিয়া আইন, ১৯৪৯-এর অধীনে একজন ভাড়াটিয়া হিসাবে এটি ধরে রাখবেন এবং -এ কোনও ইজারা ছাড়াই কমপক্ষে বারো বছরের জন্য অকৃষি জমি লিখিতভাবে রাখবেন।

২৮. অতএব, পূর্বোক্ত নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে, রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি, যদিও মধ্যস্থতাকারী নন, তাঁকে কমপক্ষে বারো বছরের জন্য জমি ইজারা গ্রহীতা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সেই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে এই ধরনের জমির সুদকে উক্ত কোম্পানির সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা যেত না এবং অবলুপ্তি প্রক্রিয়ায় নিলামে হস্তান্তর বা বিক্রি করার দায়বদ্ধ ছিলেন না।

২৯. অধিকন্তু, রিট আবেদনকারীর করা দাবিটিও স্ববিরোধী। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তাঁর পূর্বসূরি স্বার্থে মূল মধ্যস্থতাকারীদের অধীনে একজন অকৃষি ভাড়াটিয়া ছিলেন। তাদের অধিকার যথাযথভাবে আর. এস. আর. ও. আর-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। স্বীকারযোগ্যভাবে, রিট আবেদনকারীর পূর্বসূরি স্বার্থে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন না, বরং তিনি মধ্যস্থতাকারী নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জমির মালিক ছিলেন।

৩০. ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ ধারা ন্যস্তকরণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে পুনরুত্পাদন করা হল:

৬. (১) ধারা ৪ ও ৫-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২)-এর শর্তাবলীতে উল্লিখিত ক্ষেত্রে ব্যতীত, কিন্তু সেই উপ-ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, একজন মধ্যস্থতাকারী ন্যস্তকরণের তারিখ- থেকে কার্যকরভাবে ধরে রাখার অধিকারী হবেন -----

(ক) বসতিতে গঠিত জমি;

(খ) মধ্যস্থতাকারীর বা ভাড়াটিয়া না হয়ে কোনও ব্যক্তির মালিকানাধীন ভবন ও কাঠামোর অন্তর্গত বা সংশ্লিষ্ট জমি, যা ছুটি বা লাইসেন্সের মাধ্যমে তার অধীনে রয়েছে; ব্যাখ্যা। এই ধারার উদ্দেশ্যে 'ভাড়াটিয়া' কলকাতায় সংজ্ঞায়িত কোনও টাকা ভাড়াটিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। টিকা ভাড়াটে আইন, ১৯৪৯; অনুসারে ;

(গ) তাঁর খাস দখলে থাকা অকৃষি জমি ৩ [যার মধ্যে কোনও ব্যক্তি, ভাড়াটিয়া না হয়ে, অনুমতি বা লাইসেন্সের মাধ্যমে তাঁর অধীনে থাকা জমি রয়েছে], যার আয়তন অনধিক পনের একর এবং (ক) ধারার অধীনে রাখা কোনও জমি বাদ দিয়েঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা (ক) এবং (গ) এর অধীনে একজন মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক রক্ষিত জমির মোট পরিমাণ তার পছন্দ অনুযায়ী বিশ একরের বেশি হবে না: আরও শর্ত থাকে যে, ধারা (গ) এর অধীনে একজন মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক রক্ষিত জমি বা তার কোনও অংশ যদি ন্যস্ত করার তারিখ থেকে টানা পাঁচ বছর ধরে লাভজনক বা উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে জমি বা তার কোনও অংশ ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ২৩ এবং ২৪-এ বর্ণিত নীতি অনুসারে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে;

(ঘ)

.....

২. উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোনও জমির দখল ধরে রাখার অধিকারী একজন মধ্যস্থতাকারী, নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এবং এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে নির্ধারিত ভাড়া এবং পঞ্চম অধ্যায়ের অধীনে অবশেষে প্রকাশিত অধিকারের নথিতে লিপিবদ্ধ করা ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে, ভাড়াটিয়া হিসাবে হস্তান্তরের তারিখ থেকে সরাসরি রাজ্যের অধীনে এমন জমি ধরে রেখেছেন বলে মনে করা হবে, যদি না ধারা (জ) বা (১) এ উল্লিখিত জমির জন্য কোনও ভাড়া প্রদেয় হবে নাঃ

শর্ত থাকে যে, যদি কোনও জলাধার মৎস্যচাষ বা চা-বাগান, বাগান, কল, কারখানা বা কর্মশালার অন্তর্ভুক্ত কোনও জমি অনুষ্ঠিত হয়ন্যস্ত করার তারিখের ঠিক আগে

একটি ইজারা অধীনে, এই ধরনের ইজারা রাজ্য সরকার দ্বারা অবিলম্বে সেই তারিখের আগের শর্তাবলীতে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে, যা রাজ্য সরকার যথাযথ বলে মনে করতে পারে এমন পরিবর্তন সাপেক্ষে।

৩১. অতএব, উল্লিখিত আইনের পূর্বোক্ত বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড, মধ্যস্থতাকারী না হয়ে, ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ ধারার ধারা (খ) বা উপ-ধারা (গ) উপ-ধারা (১)-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জমি ধরে রাখতে সক্ষম ছিল না। মধ্যস্থতাকারীরা ১. অর্থাৎ নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভবন ও কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত জমিগুলি ধরে রাখতে পারতেন। তবে, উপরোক্ত মধ্যস্থতাকারীরা যদি তাদের খাস দখলে থাকত, অথবা যদি মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেড মধ্যস্থতাকারীদের অধীনে ভাড়াটে হিসেবে নয় বরং সর্বোচ্চ পনের একর ছাড়পত্র বা লাইসেন্সের অধীনে জমিটি ধরে রাখত, তাহলে তারা জমিটিকে অকৃষি জমি হিসেবে ধরে রাখতে পারত। এমনকি যদি বিবেচনা করা হয় যে ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬ (১) (খ) এর বিধান অনুসারে জমিটি ধরে রাখা হয়েছিল, তবুও মধ্যস্থতাকারী সর্বোচ্চ বিশ একর জমি ধরে রাখতে পারত।

৩২. এই আইনের ৬ (১) ধারার অধীনে জমি ধরে রাখার জন্য উপরোক্ত মধ্যস্থতাকারীরা তাদের বিকল্প ব্যবহার করেছিল এবং তাদের এই ধরনের জমি ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা প্রমাণ করার জন্য কিছুই নথিভুক্ত করা হয়নি। ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (১) ধারার বিধানের অধীনে মধ্যস্থতাকারীরা ২৮.৬৬ একর জমি ধরে রাখার অধিকারী ছিল না।

৩৩. বিপরীতে, RSROR-এর নোটিং থেকে বোঝা যায় যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬ (১) (ছ) এর বিধান অনুসারে লেনদেন করা হয়েছিল। অধিকারের রেকর্ডে একটি নির্দিষ্ট নোট দেখা যাচ্ছে যে আইনের ধারা ৬ (৩) এর অধীনে তদন্ত বিচারাধীন ছিল।

৩৪. এছাড়াও, যেমন দাবি করা হয়েছে, ১৯৪৯ সালের অকৃষি ভাড়াটে আইনের উদ্দেশ্যে একজন অকৃষি ভাড়াটিয়া কে উক্ত আইনের ৩ নং ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

৩. (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অকৃষি প্রজাদের

নিম্নলিখিত শ্রেণী থাকবে, যথা:-

(ক) ভাড়াটিয়া, এবং

(খ) উপ-ভাড়াটিয়া।

(২) "ভাড়াটিয়া" মানে এমন একজন ব্যক্তি যার আছে অকৃষি অধিকার অর্জন করেছে যে কোনও -এর জন্য সরাসরি রাজ্যের অধীনে জমি এই আইনে প্রদত্ত উদ্দেশ্য, এবং এর অন্তর্ভুক্ত তিনি এর স্বার্থে উত্তরসূরিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এমন ব্যক্তি যারা এই ধরনের অধিকার অর্জন করেছেন।

(৩) "উপ- ভাড়াটিয়া".....

৩৫. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, আবেদনকারীর পূর্বসূরী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জমিগুলি রাজ্যের অধীনে নয় বরং মধ্যস্থতাকারী নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ছিল। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডকে এই জমিগুলির ক্ষেত্রে ইজারাদার হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। আইনের ধারা 6 (2) এর সাথে সংযুক্ত বিধান দ্বারা এই তথ্যগুলি আরও জোরদার করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনও ট্যাক্স ফিশারি বা চা-বাগান, বাগিচা, মিল, কারখানা বা কর্মশালায় অন্তর্ভুক্ত কোনও জমি ইজারার অধীনে ন্যস্ত করার তারিখের ঠিক আগে অধিগ্রহণ করা হয়, তবে রাজ্য সরকার যে পরিবর্তন করতে উপযুক্ত মনে করবে তার সাপেক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক এই তারিখের ঠিক আগে একই শর্তাবলীতে এই ইজারা দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কল্পনার কোনও সীমা ছাড়াই, উপরোক্ত মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডকে বিষয় জমির ক্ষেত্রে অ-কৃষি ভাড়াটে হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

৩৬. এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্ত করতে এবং যথাযথ আদেশ পাস করতে কোনওভাবেই বাধাগ্রস্ত হয় না। রত্নগিরি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আইনের ৬ ধারার অধীনে একটি আদেশ পাস করার জন্য রাজ্যের এই ক্ষমতাকে বহাল রেখেছে। এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে,

১০. ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে ধারা ৬(১) এর ধারা (ক) থেকে (ঙ) এবং অন্যদিকে ধারা ৬(১) এর ধারা (চ) এবং (ছ) এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্যদিকে যে জমিগুলি ধারা ৬ (১)-এর ধারা (ক) থেকে (ছ)-এর অধীনে ধরে রাখা যেতে পারে, সেগুলির ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের তারিখ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরে রাখা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে কোনও কর্তৃপক্ষের কোনও আদেশ পাস করার প্রয়োজন হয় না, তবে ধারা ৬ (১)-এর ধারা (ছ) ও (ছ)-এর ক্ষেত্রে হস্তান্তরের তারিখের পরে ধরে রাখা স্বয়ংক্রিয় নয়, তবে এটি তখনই হয় যখন রাজ্য সরকার ১৯৫৩ সালের আইনের ধারা ৬ (৩)-এর অধীনে একটি আদেশ পাস করে। অন্য কথায়, ৬ (১) ধারার (চ) এবং (ছ) ধারায় উল্লিখিত জমি হস্তান্তরের তারিখের পরে মধ্যস্থতাকারী দ্বারা ধরে রাখা যাবে না যতক্ষণ না ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার অধীনে রাজ্য সরকার কোনও আদেশ পাস করে। এছাড়াও, ধারা ৬(১) এর ধারা (ক) এবং (খ) তে উল্লিখিত জমির বিপরীতে, যা এলাকা নির্বিশেষে ন্যস্তকরণের তারিখের পরেও ধরে রাখা যেতে পারে, ধারা (এফ) এবং (জি) তে উল্লিখিত জমির ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র ততটুকু জমি ধরে রাখা যেতে পারে যা রাজ্য সরকারের মতে চা বাগান, মিল, কারখানা বা কর্মশালার জন্য প্রয়োজনীয়।

৩৭. মাননীয় আদালত আরও বলেছে, উক্ত সিদ্ধান্তে,

" ২৮. যদিও আমরা বক্তব্যের সঙ্গে একমত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যা আমরা ইতিমধ্যে উপরে প্রকাশ করেছি যে ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার মূল অংশের অধীনে কোনও আদেশ না হওয়া পর্যন্ত মধ্যস্থতাকারী বা ইজারা গ্রহীতা ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (১) ধারার অধীনে জমি ধরে রাখতে পারবেন না। এর কারণ হল ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (১) ধারার (এ) থেকে (ই) ধারার বিপরীতে যেখানে ধরে রাখা স্বয়ংক্রিয়, সেখানে এই আইনের আওতায় থাকা ক্ষেত্রে কোনও স্বয়ংক্রিয় ধরে রাখা হয় না।

-এর ৬ (১) ধারার দফা (চ) এবং (ছ)

১৯৫৩ সালের আইন এবং সংরক্ষণ কেবল তখনই বৈধভাবে করা যেতে পারে যখন ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের কোনও আদেশ থাকে। তবে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে যেখানে ৬ (৩) ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের কোনও আদেশ নেই সেখানে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে পুনরায় কাজ শুরু করা বা জমি দখল করা উচিত নয়, তবে জমির দখলে থাকা ব্যক্তিদের নোটিশ জারি করতে পারে যে তারা কীভাবে জমির দখলে রয়েছে।

২৯. কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে উক্ত ব্যক্তি ৬ (১) ধারার (ক) থেকে (ঙ) ধারার অধীনে জমি ধরে রাখার অধিকারী বলে প্রমাণ করার অধিকারী হবেন এবং যদি তিনি দাবি করেন যে এই বিধানগুলির সুবিধা তাঁর মামলাটি ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে বিবেচনা করা হবে এবং একটি বক্তৃতা আদেশের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবোযে ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে

জারি করা হলে ধারা ৬ (১)-এর ধারা (চ) বা (ছ)-এর সুবিধা দাবি করে একটি উপস্থাপনা করার অধিকারও থাকবে এবং যদি তিনি এই জাতীয় উপস্থাপনা করেন তবে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে এবং একটি বক্তৃতা আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”

৩৮ . তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিতর্কিত নোটিশ জারি করে, রাজ্য ১৯৫৩ সালের আইনের ৬ (৩) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা তার মূল অংশে প্রয়োগ করতে চেয়েছে এবং তার বিধানের অধীনে নয়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের আলোকে, রাজ্যের উপর এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই বলে মনে হয়।

৩৯. শিবশঙ্কর নন্দী (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুপাত ১৯৪৯ সালের আইনের ২৩ ও ২৪ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছিল। উক্ত মামলায়, ১ম বিবাদী, একটি নিবন্ধিত লিজের দলিলের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী লিজে কিছু জমিতে নির্দিষ্ট অধিকার অর্জন করেছিলেন।

তাকে একজন অকৃষি ভাড়াটিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হত। তবে, বর্তমান মামলার তথ্যে, আবেদনকারীরা বিতর্কিত জমির ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু প্রদর্শন করতে সক্ষম নন। প্রাসঙ্গিক সময়ে তারা মধ্যস্থতাকারীদের অধীনে জমিগুলি ধরে রেখেছিলেন।

৪০. অনুরূপ কারণে, আদর্শ কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে অনুপাতটি বর্তমান মামলার তথ্যে প্রয়োগ করা যাবে না। উক্ত মামলায়, আবেদনকারীরা (বেঙ্গল জুট মিলস এবং পরিবর্তে, আদ্যমা কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড) বিষয় জমির নির্দিষ্ট অধিকারের ক্রেতা ছিলেন এবং সমন্বয় বেঞ্চ দ্বারা এই অধিকারগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল, যা কোনও মধ্যস্থতাকারীর অধিকারের সাথে স্পষ্টভাবে ভিন্নভাবে অকৃষি ভাড়াটিয়ার সমতুল্য বলে মনে করা হয়েছিল। তবে, তাৎক্ষণিক মামলায়, মেসার্স শ্রী দুর্গা কটন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিলস লিমিটেডের ন্যস্তকরণের তারিখে টিকে থাকা নির্দিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রেকর্ডে কিছুই আনা হয়নি বলে মনে হয়। এমন কিছু প্রমাণ রয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে এই কোম্পানিটি কেবল মধ্যস্থতাকারী নলিনী নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে বিষয় জমিগুলি ধারণ করছিল।

তাদের মধ্যস্থতাকারীদের অধীনে ইজারা গ্রহীতা হিসাবেবিবেচনা করা যেতে পারে এবং ১৯৫৩ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পরে, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে, এটি রাজ্যের অধীনে ইজারা গ্রহীতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

৪১. বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্ম অফিসারকে (বিএল অ্যান্ড এলআরও), শ্রীরাঙ্গপুরকে নির্দেশ দেয় যে ১৭ই জুন, ২০১৯ তারিখে রিট আবেদনকারীদের দায়ের করা আবেদনটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হোক। বিতর্কিত আদেশের পাশাপাশি ২০২৩ সালের ৮ই জুন এই আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট বিএল অ্যান্ড এলআরও আবেদনকারীর আবেদনটি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে নিষ্পত্তি করেছে।

৪২. রাষ্ট্রের যুক্তি ছিল যে, রিট আবেদনকারী, যদি এই ধরনের আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হন, তাহলে সেখান থেকে আপিল করতে পারেন। আবেদনকারী এই বিষয়ে প্রথমবার আদালত হিসাবে ট্রাইব্যুনেলে যেতে পারেন। এই পর্যায়ে আবেদনকারীর এই ধরনের প্রতিনিধিত্বের ফলাফল নিয়ে যেকোনো আলোচনার জন্য রাজ্যকে দুটি ফোরামের ক্ষতি করতে হবে। এই ধরনের প্রস্তাবের জন্য, রাজ্য এল চন্দ্র কুমার (সুপ্রা) এবং আশীষ কৃষ্ণ রায় (সুপ্রা) এর মামলার উপর নির্ভর করেছে।

৪৩. এল চন্দ্র কুমার (সুপ্রা) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে,

"৯৯. আমাদের গৃহীত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে ৩২৩-এ অনুচ্ছেদের ২ (ঘ) ধারা এবং ৩২৩-খ অনুচ্ছেদের ৩ (ঘ) ধারা, যতদূর পর্যন্ত তারা সংবিধানের ১ এবং ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের এক্টিয়ারকে বাদ দেয়, তা অসাংবিধানিক। আইনের ২৮ ধারা এবং ৩২৩-এ এবং ৩২৩-বি অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত অন্যান্য সমস্ত আইনগুলিতে" এক্টিয়ার বর্জন "ধারা একই পরিমাণে অসাংবিধানিক হবে। সংবিধানের ২২৬/২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট এবং ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের উপর প্রদত্ত এক্টিয়ার আমাদের সংবিধানের অলঙ্ঘনীয় মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ।

যদিও এই এক্টিয়ারটি বাতিল করা যায় না, অন্যান্য আদালত এবং ট্রাইবুনেলগুলি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এবং ৩২ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পাদনে সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৩-এ এবং অনুচ্ছেদ ৩২৩-বি-এর অধীনে তৈরি ট্রাইবুনেলগুলি বিধিবদ্ধ বিধান এবং নিয়মের সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। এই ট্রাইবুনেলগুলির সমস্ত সিদ্ধান্ত, তবে, হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে তদন্তের বিষয় হবে, যার এখতিয়ারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনেল পড়ে। ট্রাইবুনেলগুলি, তবুও, আইনের যে ক্ষেত্রগুলির জন্য সেগুলি গঠন করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে প্রথম আদালতের মতো কাজ করে যাবে।

অতএব, মামলাকারীদের জন্য সরাসরি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া উন্মুক্ত থাকবে না, এমনকি যদি তারা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের এজিয়ার উপেক্ষা করে আইনগত আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে (যেখানে নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনাল তৈরির আইনকে চ্যালেঞ্জ করা হয় তা ছাড়া)। আইনের ধারা ৫(৬) বৈধ এবং সাংবিধানিক এবং আমরা যেভাবে নির্দেশ করেছি সেভাবেই ব্যাখ্যা করা হবে।

৪৪. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে করা আবেদন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিএল ও এলআরও কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত 'বিবেচনার জন্য আমাদের সামনে রাখা হয়নি। অতএব, পূর্বোক্ত মামলায় নির্ধারিত অনুপাতটি এই মামলায় আকৃষ্ট হয় না। আশিস কে. আর. রায়ের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুপাতের বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে কোনও প্রয়োগ নেই।

৪৫. উপরে বর্ণিত আলোচনার আলোকে, আমরা আপত্তিকর আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও প্রজাস্বত্ব ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০২০ সালের ও.এ. নং ৫৭৩ (এলআরটিটি) -এ প্রদত্ত ১৯ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের আপত্তিকর আদেশটি নিশ্চিত করা হলো।

৪৬. ফলস্বরূপ, ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এল. আর. টি ৫৮ হিসাবে রিট পিটিশনটি ব্যয় সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই বাতিল করা হয় এবং এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

৪৭. সংযুক্ত আবেদনগুলি, যদি থাকে, সেগুলিও সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৪৮. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে

সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর।

[বিচারপতি মোঃ শাব্বার রাশিদি।]

৪৯. আমি একমত।

[বিচারপতি দেবাংশু বসাক]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly